তারিখ 07 AUG 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

সংবাদ

রাজশাহীর ইচ্ছে স্কুল

প্রদীপের নিচেও আলো

ইচ্ছে স্কুল উদ্যোগটি মহৎ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী এর পেছনে। তারা চিকিৎসাকেন্দ্রের সামনে খামারবাড়ির বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়াচ্ছেন একদল পথশিশুকে। ছাত্রছাত্রী কেউ ভিক্ষা করত, কেউ কাগজ-পলিথিন-খালি পানির বোতল কুড়াত। কেউ আবার বস্তি থেকে কাজের টানে ছুটে আসত ক্যাম্পাসে। স্কুলে যেতে নিশ্চয় ইচ্ছে জাগত, কিন্তু সুযোগ ছিল না। সেটা করে দিলেন শিক্ষাজীবনের সর্বোচ্চ ধাপে স্থান করে নিতে পারা কয়েকজন। তারা প্রমাণ করেছেন– প্রদীপের নিচে শুধু অন্ধকার নয়; আলোও থাকে। এসব শিশুকে পড়ার জন্য অর্থ দিতে হয় না। তবে ব্যয় তো আছে। আর সেটা সংগ্রহে বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের পদ্ধতিতেও খানিকটা অভিনবত্ব রয়েছে। তারা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ফুল, বই এসব বিক্রি করে শিশুদের খাতা-কলম এমনকি পোশাকের সংস্থান করেন। যাত্রা শুরু ২০১২ সালে। চার বছরের মাথায় নিয়মিত ছাত্রছাত্রী ১৯ জন। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা পাঠদান কাজে কোনোভাবে যুক্ত। পাঠদানে একটি উপযুক্ত কক্ষ পেতে তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শিক্ষার্থীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন দেশের সরকারি-বেসরকারি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। দেশে এখন অন্তত পাঁচশ' কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এর বাইরেও রয়েছে শতাধিক সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। শিশুদের পাঠদানে ব্যয় বেশি পড়ে না। বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে আন্তরিক উদ্যোগ। তবে ইচ্ছে স্কুল কিন্তু আরেকটি কঠিন জিজ্ঞাসারও মুখোমুখি করতে পারে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হয়েছে, এমন সব শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে– এমন দাবি প্রায়শ আমরা শুনে থাকি। কিন্তু বাস্তবতা যে ভিন্ন, তার একটি নজির ইচ্ছে স্কুল। তারা সহজেই ছাত্রছাত্রী পাচ্ছেন, যারা বিদ্যালয়ে যায় না। দেশের সর্বত্র এমন আরও অনেক শিশুর দেখা মিলবে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদেরও একটি অংশ যত ওপরের ক্লাসে ওঠে তত ঝরে পড়তে থাকে। এই ঝরে পড়া রুখতে ইচ্ছে স্কুল কার্যকর হতেই পারে। তবে বেশি করে নজর দিতে হবে ঝরে পড়া রুখে দিতে।